68818 - ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর অবস্থাসমূহ

প্রশ্ন

যদি নারীর (জরায়ু থকেে) অনকে বশেি রক্তপাত হয় তথা সে ইস্তহোযাগ্রস্ত হয় তাহলে কীভাবে নামায পড়বে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর তনি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা:

ইস্তহোযায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তার হায়যেরে নর্দিষ্টি অভ্যাস থাকা। এক্ষত্রেে তনিি তার পূর্বজ্ঞাত হায়যেরে সময়সীমাকে ধর্তব্য ধরবনে। এ সময়সীমাতে তনিি নামায-রোযা থকেে বরিত থাকবনে। এ দনিগুলোর ক্ষত্রেে হায়যেরে বধিান সাব্যস্ত হবে। আর এর অতরিক্তি দনিগুলো ইস্তহোযার দনি। এ দনিগুলোর ক্ষত্রেে ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর হুকুম কার্যকর হবে।

এর উদাহরণ হলো: কোনো নারীর প্রতি মাসরে শুরুতে ছয়দনি হায়যে হত। তারপর হঠাৎ ইস্তহোযা হয়ে অনবরত রক্তপাত হতে লাগল। এক্ষত্রেে তার হায়যে হবে প্রত্যকে মাসরে প্রথম ছয়দনি। আর বাকি দনিগুলো ইস্তহোযা। কারণ আয়শো রাদয়িাল্লাহু আনহা বলনে: ফাতমো বনিতে আবি হুবাইশ বলনে, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইস্তহোযাগ্রস্ত হই। তারপর আর পবত্রি হই না। আমি কি নামায ছড়েে দবি?” তনিি বলনে: সটেি শরিা (থকেে রক্তক্ষরণ)। কন্তিু তোমার যতদনি হায়যে হত ততদনি তুমি নামায ত্যাগ করবে। এরপর গোসল করবে এবং নামায পড়বে।”[হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করছেনে]। আর সহীহ মুসলমিে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হাবীবাকে বলনে: “পূর্বে তোমার হায়যে যত দনি তোমাকে বরিত রাখত সে ততদনি তুমি বরিতি নবিে। অতঃপর গোসল করবে এবং নামায পড়বে।”

পূর্বোক্ত আলোচনার ভত্তিতিে যে ইস্তহোযাগ্রস্ত নারীর হায়যেরে নর্ধিারতি সময় আছে সে হায়যেরে সময়টুকু হায়যে হসিবেে পালন করবে। তারপর গোসল করে নামায পড়বে এবং রক্তপাতরে দকিে ভ্রূক্ষপে করবে না।

দ্বতিীয় অবস্থা:

ইস্তহোযাগ্রস্ত হওয়ার আগে তার হায়যেরে নর্িধারতি সময় না থাকা। অর্থাৎ প্রথমবার রক্ত দখোর পর থকেইে তার ইস্তহোযা চলমান হওয়া। এক্ষত্রেে সে রক্তরে ধরন আলাদা করব। কালো রং কংিবা ঘনত্ব কংিবা দুর্গন্ধ যে রক্তে থাকবে সটো হায়যেরে রক্ত। সটোর ক্ষত্রেে হায়যেরে হুকুম প্রযোজ্য হব। আর যে রক্ত এমন নয় সটো ইস্তহোযার রক্ত। সটোর ক্ষত্রেে ইস্তহোযার হুকুম প্রযোজ্য হব।

উদাহরণস্বরূপ: কোনো নারী প্রথমবার রক্ত দখেল এবং এ রক্ত চলমান থাকল। কন্িতু দশদনি দখেল রক্ত কালো; আর মাসরে বাকি সময় দখেল লাল রক্ত। কংিবা দশদনি দখেল ঘন রক্ত; আর বাকি সময় দখেল পাতলা রক্ত। কংিবা দশদনি হায়যেরে দুর্গন্ধ পলে; আর মাসরে বাকি দনিগুলো দুর্গন্ধ পলে না। সুতরাং প্রথম উদাহরণে কালো রক্ত তার হায়য। দ্বতিীয় উদাহরণে ঘন রক্ত তার হায়য। আর তৃতীয় উদাহরণে দুর্গন্ধযুক্ত রক্ত তার হায়য। এর বাহরিে সব ইস্তহোযা। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতমো বনিতে আবী হুবাইশকে বলনে, "যদি হায়যেরে রক্ত হয় সটো কালো; যা চনো যায়। যদি সে রকম হয় তাহলে নামায থকেে বরিত থাকব। আর যদি অন্যরকম রক্ত হয় তাহলে ওযু করে নামায আদায় করব। কারণ সটো শরিা (থকেে রক্তক্ষরণ)।" [হাদীসটি আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করছেনে। ইবনে হব্িবান ও হাকমি হাদীসটকিে সহীহ বলছেনে। যদওি হাদীসটরি সনদ ও মতন নয়িে আপত্তি আছে তদুপরি আলমেসমাজ এর উপর আমল করছেনে। অধকিাংশ নারীর অভ্যাসরে উপর ছড়েে দওেয়ার চাইতে এর ওপর আমল করা উত্তম।]

তৃতীয় অবস্থা:

যার নর্িদষ্টি অভ্যাস নইে। আবার হায়যেকে ইস্তহোযা থকেে পৃথক করার বশিষে আলামতও নইে। অর্থাৎ প্রথম রক্ত দখোর পর থকেে সবসময় রক্ত এক রকম থাকে কংিবা নানান রকম থাকে যটো হায়যে হতে পারে না। এ ধরণরে নারী অধকিাংশ নারীদরে অভ্যাস অনুযায়ী আমল করব। সুতরাং তার হায়য হবে প্রতি মাসে ছয় দনি বা সাত দনি। প্রথম যখন রক্ত দখেবে তখন থকেে সময় শুরু হব। আর বাকি দনিগুলো ইস্তহোযা।

উদাহরণস্বরূপ: মাসরে পঞ্চম দনি তনিি রক্ত দখেলনে। এরপর রক্তপাত চলতে থাকল। কোনোভাবে সটোকে হায়য হসিবেে চহ্নিতি করা গলে না। না রঙরে মাধ্যমে, আর না অন্য কোনো মাধ্যম। অতএব, এমন নারীর হায়য হবে প্রতি মাসে ছয় দনি বা সাত দনি। যার সূচনা হবে মাসরে পঞ্চম দনি থকে। এর দললি হামনা বনিতে জাহাশ রাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে বর্ণতি হাদসি; তনিি বলনে: "হে আল্লাহর রাসূল! আমার খুব বশেি পরমিাণে দীর্ঘ সময় নয়িে ইস্তহোযার রক্তপাত হয়। আপনি কী মনে করনে: এটি আমাকে নামায-রোযা থকেে বরিত রাখব। তনিি বললনে: আমি তোমাকে একটি সুতি কাপড় ব্যবহাররে পদ্ধতি বলে দচ্ছি। তুমি কাপড়টকিে গুপ্তাঙ্গরে ওপর রাখব। এটি রক্তক্ষরণ রোধ করব। হামনাহ বললনে: রক্ত এর চয়েে বশেি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: এটি শয়তানরে লাথরি আঘাত। অতএব, তুমি ছয় অথবা সাত দনি হায়যে গণনা করব; যা আল্লাহর জ্ঞানে আছ। তারপর গোসল করব। যখন দখেবে তুমি পরপিূর্ণ পরচ্ছিন্ন হয়ছে ও পবত্রি হয়ছে তখন তইেশ দনি বা চব্বশি দনি নামায পড়বে ও রোযা রাখব।"[হাদীসটি আহমদ, আবু দাউদ ও তরিমযিী বর্ণনা করছেনে। তরিমযিী

হাদীসটকিে সহীহ বলছেনে। আহমদ থকেে বর্ণতি আছে যে তনিওি হাদসিটকিে সহীহ বলছেনে এবং বুখারী থকেে বর্ণতি আছে যে তনিি হাদীসটি হাসান বলছেনে।]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বক্তব্য: 'ছয় দনি অথবা সাত দনি' এটি পছন্দ করার এখতয়িাররে দয়ো নয়; বরং ইজতহিাদ (ববিকে-ববিচেনা খাটানো)-এর জন্য। অর্থাৎ সইে নারী দখেবনে যে, তার শারীরকি গঠন, বয়স ও আত্মীয়তার ববিচেনা থকেে কোন নারী তার কাছাকাছি এবং হায়যেরে রক্তরে বশৈষ্ট্যিরে ববিচেনা ও অন্যান্য ববিচেনা থকেে কোনটি অধকিতর নকিটবর্তী। যদি দখেে ছয়দনি নকিটবর্তী তাহলে ছয়দনিকে হায়যে গণ্য করবে। আর যদি সাতদনি নকিটবর্তী হয় তাহলে সাতদনিকে হায়যে গণ্য করবে।[সমাপ্ত][শাইখ ইবনে উছাইমীনরে "রসিালাতুন ফদি দমিায়তি তাবঈিয়্যাতি লিন্নিসা"]

যে সময়রে রক্তকে হায়যেরে রক্ত বলে সদ্ধিান্ত দয়ো হবে সে সময়টাতে তনিি হায়যেগ্রস্ত। আর যে সময়ে হায়যে শষে হয়ছেে বলে সদ্ধিান্ত দয়ো হবে সে সময়ে তনিি পবত্রি। তথা নামায পড়বনে, রোযা রাখবনে এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে।